Living the Lotus
Buddhism in Everyday Life
New Year's Issue

বার্ষিক ধর্মনীতি ২০২৪

মহৎ কিছুর সান্নিধ্য লাভের প্রচেষ্টা

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো, প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এখন, এখানেই ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত স্থান এইরূপ মনোভাব নিয়ে, সুস্থ ও প্রাণবন্তভাবে ধর্মানুশীলন করে যাওয়ার প্রত্যাশা রাখি

শুভ নববর্ষের মৈত্রীময় শুভেচ্ছাভিনন্দন!

নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এখন পঞ্চম অবস্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় মানুষের সংকটবোধ কিছুটা কমে আসছে বলে মনে করি। মাস্ক পরা মানুষের সংখ্যাও কমে আসছে। অন্যদিকে, এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে এখনো কিছুটা দুশ্চিন্তা বোধ করেন এমন কিছু লোকও আছেন বলে শুনা যায়। বিশেষ করে, বয়স্ক ব্যক্তি, রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং যাদের টিকা দেওয়া যায় না তাদের প্রতি যত্নশীল হতে যেন ভুলে না যাই।

জাপানে করোনা সংক্রমণ প্রথম শনাক্ত হয়েছিল ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে। এর আগের বছরের নভেম্বরে ঘোষিত "২০২০ সালের ধর্মীয় নির্দেশনা" এর মধ্যে "অত্রসংস্থা প্রতিষ্ঠার ১০০ তম বার্ষিকীকে লক্ষ্য রেখে, প্রত্যেকে 'অবস্থানরত স্থানই দোজো' (যে স্থানে অবস্থান করি তা ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত স্থান) এরূপ চেতনা সম্পন্ন হয়ে দুর্লভ সুযোগ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রতিদান দেওয়ার আশা রাখি" এভাবে আমি বলেছিলাম।

করোনা দুর্যোগের কারণে আত্মসংযম অব্যাহত থাকায় আমরা 'অবস্থানরত স্থানই দোজো' এর চেতনা

কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিজ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

বলা বাহুল্য, 'অবস্থানরত স্থানই দোজো' শব্দটি নিত্যদিনের পাঠ্য সূত্র বই ক্যিওদেন এর শুরুতে "সম্বোধি অর্জন ভূমি" এর বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে। টোকিওতে অবস্থিত প্রধান ধর্মশালা (গ্রেট সেক্রেট হল) এবং ক্যিওকাই/মন্দির কেবল দোজো বা ধর্মানুশীলন কেন্দ্র নয়, পরিবার, কর্মক্ষেত্র, স্কুল বা সমাজ ইত্যাদি, আমরা যেখানে থাকি, যেখানে বসবাস করি এবং যেখানে আমরা অবস্থান করি সব স্থানই আমাদের মনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত স্থান।

শুধুমাত্র করোনা দুর্যোগে নয়, যে কোনো সময়, এখন, এটাই আমার দোজো/মন্দির এবং ধর্ম অনুশীলনের স্থান। এই বিষয়টি অন্তরে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ।

তাছাড়া করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমনও অনেকে আছেন। যারা সহজে সেরে উঠতে পারছেন না এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন এমন ব্যক্তিও কম নেই বলে বলা যায়।

"একটি দিন জীবনের একটি ক্ষুদ্ররূপ" বলে একটি প্রবাদ আছে। একজন মানুষের জীবন কেমন হবে তা তার জীবনের আজকের একটি দিন দেখেই বলা যায় বিষয়টি এই রকম। আমরা বেঁচে থাকি অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে নয়, কেবল এখন, এই বর্তমান মুহূর্তে বাস করি। আসুন সংঘবন্ধুরা একে অপরকে সাহায্য সহযোগীতা করে, সর্বদা সুস্থ এবং প্রাণবন্তভাবে ধর্মানুশীলন অব্যাহত রাখি।

যাহোক, আমি এখন "২০২৪ সালের ধর্মনীতি" নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করার আশা রাখি।

"মানুষ বাস্তবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অসীম, উচ্চতর, মূল্যবান এবং মহান বিষয়ের সন্ধান করে, সেখান থেকে উদ্ভূত হয় শ্রদ্ধার চেতনা। এই শ্রদ্ধাচিত্ত উৎপন্ন হলে, অবশ্যই তুলনামূলকভাবে নিজের দুর্বলতা ও বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে লজ্জা অনুভব করে। মানুষের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রদ্ধাচিত্তের বিকাশ করা এবং লজ্জাবোধ থাকা।

আমাদের পূর্বসূরীদের কথায় প্রকাশিত মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মানবিক চেতনার উপর ভিত্তি করে, এই বছরও আমরা ধর্মীয় জীবন বোধের আলোকে, পরস্পর দম্পতি হিসাবে, পিতামাতা হিসাবে এবং অভিভাবক হিসাবে ভবিষ্যতের নেতৃত্বদানকারী অল্পবয়সী শিশু এবং তরুণ-তরুণীদেরকে কীভাবে লালন-পালন করতে পারি? তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করতে পারি, কীভাবে সুশৃঙ্খল পরিবার রচনা করতে পারি? তদুপরি, জাপানের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে কীভাবে একটি চমৎকার দেশ গড়বো? এব্যাপারে সৃজনশীলতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাওয়ার আশা রাখি।

শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং লজ্জাবোধ থাকা মানুষের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

এ বছরের ধর্মীয় নীতিমালায় "পূর্বসূরী" বলতে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন প্রাচ্য চিন্তাভাবনা এবং রাজনৈতিক দর্শনের কিংবদন্তী হিসেবে পরিচিত মাসাৎসু ইয়াসুওকা।

মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মনের বিকাশ ঘটিয়েছে, এবং অবশেষে বুদ্ধিমত্তা এবং বোধগম্যতা অর্জন করেছে, যা শব্দ এবং অক্ষরে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে, এই পার্থক্যের সর্বাধিক নির্ণায়ক বলা হয় যে মানুষের মধ্যে "সম্মান" এবং "লজ্জাবোধ" এর মতো হৃদয় রয়েছে।

শ্রদ্ধার মনোভাব, কেবল বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা অসীম উচ্চ, মূল্যবান এবং মহান কিছুর সন্ধান করে এবং এর কাছাকাছি যেতে চায়, এমন একটি হৃদয়।

উদাহরণস্বরূপ, অত্র সংস্থার সদস্য হলে, আমরা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা-সম্মান করি, বুদ্ধের দিকে তাকাই, নতশীরে করজোড়ে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করি। এবং, প্রত্যেকে বুদ্ধের শিক্ষার মর্মার্থ উপলব্ধি করার, এবং সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে, তা অনুশীলন করতে পারার মতো মানুষে পরিণত হওয়ার ব্রতী হয়ে ধর্মানুশীলন চালিয়ে যাই। কেবল আমাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের কামনায় সীমাবদ্ধ না থেকে, আরো উচ্চতর অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছানোর লক্ষ্যে ধর্মানুশীলন করে থাকি।

আশেপাশে থাকা সর্বদা প্রফুল্ল, দয়ালু এবং উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী জ্যেষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, “নিজেও ঐ ব্যক্তির মতো হতে চাই” এভাবে চেষ্টা করার মতো মানুষও আছে তা নয় কী?

যেমন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তি, জ্ঞানী, শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি অনেক মানুষ আছে যাদেরকে আমরা জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি।

নিজের অপরিপূর্ণতার মধ্যে পরিতৃপ্ত না হয়ে, কিছুটা হলেও উচ্চতর অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছানোর মতো অগ্রগতি ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, মূলত যে কারো সহজাত প্রবৃত্তি বলা যায়। এই প্রবৃত্তিই মানুষের মানবিক বিকাশের উৎস।

এই ধরনের শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠলে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অপরিপূর্ণতার কথা ভেবে লজ্জিত বোধ করি।

"লজ্জা" শব্দটি অভিধানে দেখলে, "নিজের ক্রিয়াকলাপের ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে লজ্জিত হওয়ার মতো কিছু” এমনটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিজের মধ্যে কী অপূর্ণতা রয়েছে তা নিজে বুঝতে পারা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু, সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা কোনো চমৎকার মানুষের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে, নিজে কতটা অপরিপক্ক তা বুঝা যায়। এবং লজ্জিত হয়ে, নিজেকে নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করি।

যেমন "অধ্যয়ন বন্ধু" (বই পড়ে অতীতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করা) এর মতো সাহিত্য পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে ফিরে দেখতে পারি।

অতএব, মানুষের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ এবং লজ্জাবোধ থাকা।

এই শ্রদ্ধা এবং লজ্জা হলো মূলত একটি জুটি। শ্রদ্ধাবোধ ধর্মের দিকে পরিচালিত করে, আর লজ্জাবোধ নৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ধর্ম এবং নৈতিকতা পৃথক কোনো বিষয় নয়, মূলত এক ও অভিন্ন, এই বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারে মানবিক শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন
জাপানের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সম্মানজনক দেশ গঠন

উপরন্তু, এই বছরের ধর্মীয় নীতিমালায়, গত বছরের মতো, একজন স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা, অভিভাবক হিসেবে, ছোট শিশু এবং তরুণ-তরুণী যারা ভবিষ্যতের কর্ণধার তাদের কীভাবে প্রতিপালন করা যায়, কীভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করা যায়, কীভাবে পরিবারকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা যায় এবং কীভাবে জাপানের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে একটি চমৎকার দেশ গঠন করা যায়, এসব মৌলিক বিষয়গুলি উপস্থাপন করেছি।

তরুণ ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্রতম একক বলে পরিচিত "পরিবার"কে বুদ্ধ কেন্দ্রীক পরিবারে পরিণত করে দৃঢ়ভাবে মানবিক শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন করার মতো শিক্ষা (পরিবারকে সংগঠিত করার শিক্ষা) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ইতোপূর্বে আমি, "একজন বাবা যেন তার সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন। একজন মা যেন তার সন্তানদের স্নেহমমতার জায়গা হতে পারেন। কেননা, পরিবারই সন্তানের আতুর ঘর' এভাবে পরিচয় করে দিয়েছিলাম।

সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের মায়ের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে বলে বলা হয়। এবং তারা বাবা-মায়ের কথা ও কাজ দেখে শিক্ষা নেয়, তাদের অনুকরণ করে।

অতএব, একজন পিতার ক্ষেত্রে, সন্তানের কাছে সম্মানের উপযুক্ত পাত্রে পরিণত হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কাজের প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশ করা পরিবারকে অবহেলা করা, একতরফা উপদেশ দেয়া এবং ছুটির দিনে বাড়িতে অলসভাবে পড়ে থাকা এরূপ আচরণ প্রদর্শন করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে।

এছাড়া মায়েরা যেকোনো সন্তানকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেন এবং উষ্ণ ভালোবাসা দেন। শেষ পর্যন্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে, কর্মজীবনে প্রবেশ করলে "কতটা কঠোর পরিশ্রম হবে? এই ভেবে চিন্তিত ও দুঃখিত হয়, একেই বলা হয় মায়ের ভালোবাসা।

এমন বাবা-মা থাকলে সেখানেই সুস্থভাবে শিশুরা বেড়ে ওঠতে পারে।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন এবং ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া দারিদ্র্যতা, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ধ্বংস হওয়া, পানি ও খাদ্য সংকট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অনেক সমস্যাও রয়েছে।

সমস্যাগুলি অনেক জটিল এবং এটি রাতারাতি সমাধান হওয়ার মতো বিষয় নয়, তবে আমরা সর্বদা নিজেদের অবস্থানে থেকে, হাল ছেড়ে না দিয়ে একপা, একপা করে এগিয়ে যেতে চাই।

ইতিপূর্বেও আমি বলে এসেছি, জাপান প্রথম দিকে দেশের নাম "ইয়ামাতো (মহান শান্তি)" রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "মহান শান্তি" এবং "মহান সম্প্রীতি" এর চেতনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার জন্য এটি একটি জাতীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে।

প্রিন্স শোওতকু বলেছিলেন, “সম্প্রীতি সহকারে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ” এই বাক্যটি জাপানের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এইরূপ চেতনা, কেবল জাপানে নয়, এটা বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য সার্বজনীন শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাপানের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে, জাপানকে একটি সুদৃঢ় শান্তিপূর্ণ জাতিতে পরিণত করে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এই আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

একই সঙ্গে আমরা কর্মক্ষেত্রে, স্কুল, সমাজ-সম্প্রদায় এবং পরিবার ইত্যাদি, বর্তমানে যেখানে আছি সেখানে সহানুভূতিমূলক কর্মকান্ড, বোধিসত্ত্ব জীবন অনুশীলনের মনোভাবাপন্ন হতে হবে। এমনকি যদি কেউ এর স্বীকৃতি নাও দেয় তবুও আসুন আমরা এটি অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাই।

"এক প্রদীপে একটি স্থান, হাজার প্রদীপে হাজারটি স্থান আলোকিত হয়” এমন একটি প্রবাদ আছে। "একটি প্রদীপে একটি স্থান আলোকিত হয়" যেমনটি বলা হয়ে থাকে, তেমনি নিজেই একটি প্রদীপ হয়ে নিজের চারপাশকে আলোকিত করতে হবে। হাজার প্রদীপ বলতে, সেই এক একটি প্রদীপ একত্রিত করে হাজার প্রদীপে পরিণত হয়ে এবং সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

এই ধরনের অগ্রযাত্রায়, প্রথমে নিজে থেকে পদক্ষেপ নেয়ার আশা রাখি।

জীবনে চলার পথে, অনেক সময় অপ্রত্যাশিত এবং কঠিন ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু, মানুষ এই ধরনের দুঃখ-কষ্ট আছে বলেই, সেটাকে জয় করার জন্য বোধিচিত্তকে জাগরিত করতে সক্ষম হয়।

এটিকে নিজের মনের বিকাশ ও অগ্রগতির সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে, আমাদের সামনে থাকা ব্যক্তি এবং বিষয়গুলি নিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করা- এটিই "অবস্থানরত স্থানই দোজো/মন্দির" এর চেতনা এবং মন জমিনের ক্ষেত্রকে আবাদ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা প্রত্যেকে আরও উচ্চতর এবং মহৎ কিছুর সন্ধানে এবং নিজের অপূর্ণতাকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রগতি এবং উন্নতি সাধন করে যাবো বলে আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা রাখি।

‘কোসেই সাময়িকী’ নববর্ষের সূচনা সংখ্যা, ২০২৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর প্রকাশিত।